صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুস্তফা'র উৎকণ্ঠা

21-November-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

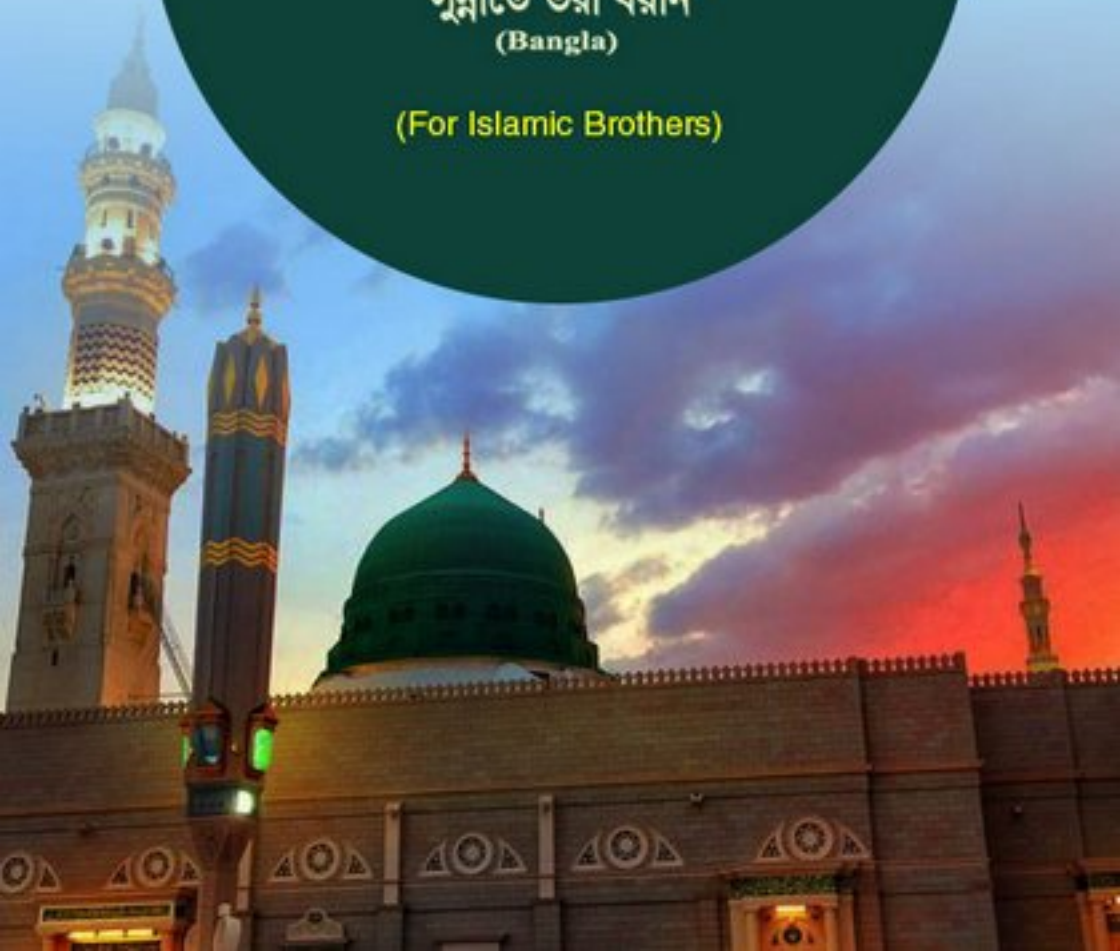

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের বৈঠকসমূহকে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে সুসজ্জিত করো, কেননা তোমাদের আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। **(জামে সগীর, হরফুয যা, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৫৮০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله আজ আমরা **মুস্তফার উৎকর্ষতা** এবং **তাঁর** মুজিযা সম্পর্কে ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

আসুন! প্রথমেই একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা শুনি:

ছাগল কান নেড়ে দাঁড়িয়ে গেলো!

প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: (খন্দকের যুদের সময়) পরিখা খনন করতে গিয়ে হঠাৎ এমন একটি শিলাখন্ড বেরিয়ে এলো, যা কোন ভাবেই ভাঙ্গা গেলো না, যখন আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এই ঘটনাটি আরয করলাম, তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উঠলেন, তিনদিনের উপবাস এবং মুবারক পেটে পাথর বাঁধা ছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুবারক হাতে বেলচা মারলেন, তখন শিলাখন্ডটি বালির ফসফসে টিলার ন্যায় ছড়িয়ে পরলো। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতিল খন্দক, ৩/৫১, হাদীস নং-৪১০১) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই শিলাখন্ডটির উপর তিনবার বেলচা মারেন, প্রতিটি আঘাতে এর থেকে এক একটি আলো বিচ্যুরিত হতো এবং এই আলোতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিরিয়া, ইরান এবং ইয়েমেনের শহর সমূহ দেখে নিলেন আর এই তিনটি দেশ বিজয় হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সুসংবাদ দিলেন। (শরহে যুরকানী, বাবু গযওয়াতিল খন্দক, ৩/৩১)

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: ধারাবাহিক উপবাসের কারণে **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পেট মুবারকে পাথর বাঁধা দেখে আমার অন্তর কেঁদে উঠলো, আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট অনুমতি নিয়ে নিজের ঘরে এলাম, স্ত্রীকে বললাম: আমি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি, তা দেখে আমি আর ধৈর্য ধারন করতে পারলাম না। ঘরে কি খাবারের কিছু আছে? তিনি বললো: ঘরে এক সাগ (প্রায় সাড়ে চার কিলো) যব ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি বললাম: তুমি দ্রুত এই যবগুলো পিসে খামির বানিয়ে নাও আর আমি আমাদের ঘরের পালিত ছাগলের ছানাটি জবাই করে এর মাংস কেটে দিচ্ছি এবং স্ত্রীকে বললো: তুমি দ্রুত মাংস ও রুটি তৈরী করো, আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ডেকে আনছি। যাওয়ার সময় স্ত্রী বললো: দেখুন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ছাড়া শুধুমাত্র কয়েকজন সাহাবীকেই সাথে আনবেন, কেননা খাবার কম, অধিক লোক এনে আমাকে লজ্জায় ফেলে দিবেন না।

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পরিখায় এসে নিম্নস্বরে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এক সাগ আটার রুটি এবং একটি ছাগল ছানার মাংস আমি ঘরে প্রস্তুত করিয়েছি, সুতরাং আপনি কয়েকজন লোক নিয়ে এসে খেয়ে নিন, একথা শুনে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে পরিখা খননকারীরা! জাবির (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) খাবারের দাওয়াত দিয়েছে, সুতরাং সবাই তাঁর ঘরে গিয়ে খাবার খেয়ে নাও, অতঃপর আমাকে ইরশাদ করলেন: যতক্ষণ আমি আসবো না রুটি পাকাবে না, সুতরাং যখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাশরীফ আসলেন তখন খামির করা আটায় **তাঁর** মুখের থুথু শরীফ দিয়ে বরকতের দোয়া করলেন এবং মাংসের পাতিলেও **তাঁর** মুখের থুথু শরীফ দিলেন। অতঃপর রুটি পাকানোর আদেশ দিলেন এবং এটাও ইরশাদ করলেন: পাতিল চুলা থেকে নামাবে না। যখন রুটি বানানো হয়ে গেলো তখন হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্ত্রী পাতিল থেকে মাংস বের করে করে দিতে শুরু করলেন, এক হাজার(১০০০) সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان পরিতৃপ্ত হয়ে খাবার খেলেন কিন্তু খামির করা আটা পূর্বে যতটুকু ছিলো ততটুকুই অবশিষ্ট রয়ে গেলো এবং পাতিল চুলার উপর রীতিমত উতলে পরতে লাগলো।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতিল খন্দক, ৩/৫১, হাদীস নং- ৪১০১, ৪১০২)

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি পাত্রের মধ্যখানে খাওয়া হওয়া হাঁড় (Bones) একত্র করলেন এবং এর উপর আপন হাঁত মুবারক রাখলেন আর কিছু পাঠ করলেন যা আমি শুনিনি। এখনই যেই ছাগলের মাংস খেয়েছিলো, সেই ছাগলই হঠাৎ কান নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: তোমার ছাগল নিয়ে যাও! আমি ছাগলটি আমার স্ত্রীর নিকট নিয়ে গেলাম। সে (আশ্চার্য হয়ে) বললো: এটা কি? আমি বললাম: **আল্লাহ**র শপথ! এটি আমাদের ঐ ছাগল, যাকে আমরা জবাই করেছিলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দেয়ায় **আল্লাহ পাক** একে জীবিত করে দিলো! একথা শুনে তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا অষ্ফুটে বলে উঠলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকে**র রাসূল। (খাচায়িছুল কোবরা, ২/১১২)

✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মুস্তফার উৎকর্ষতার ঝলক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারনত আমাদের এখানে খাবার কম হলে এবং খাওয়ার লোক বেশি হয়ে গেলে তখন খাবারের আয়োজন বাড়ানো ছাড়া আর কোন পথ থাকে না, এখন ভাবুন! প্রায় চার কিলো আটা এবং ছাগলের একটি ছানা কিন্তু **নবীয়ে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর থুথু শরীফের বরকতে এতটুকু খাবার শুধু সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সম্পূর্ণ দলের জন্য যথেষ্ট হয়নি বরং যতটুকু রান্না করা হয়েছিলো ততটুকুই অবশিষ্ট থাকা অতঃপর ছাগলের হাঁড়ের উপর কিছু পাঠ করাতে তা মাংস ও চামড়া বেষ্টিত হয়ে পূর্বের ন্যায় কান নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে গেলো।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের আলোকে যা কিছু বলেছেন, আসুন! এর মধ্য থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট শ্রবন করি: ✲ যেসকল লোকেরা খাবার খেয়েছে, তাঁদের সংখ্যা ছিলো ১৪০০ জন। তাঁদের মধ্যে এক হাজার জন তো খন্দক খননকারী ছিলেন এবং

চারশত জন ঐ ব্যক্তিরা ছিলেন, যারা পরে অবশিষ্ট ছিলেন, যারা মদীনার ঘরে, বাজারে ছিলেন, মদীনা মুনাওয়ারার শিশু (বরং) মহিলারাও এই দাওয়াতে অংশগ্রহন করেছিলেন। মোটকথা খাবার খাওয়ার লোকেদের মেলা বসে গিয়েছিলো। সৌভাগ্যবান ছিলেন সেই লোকেরা, যারা বরকতময় খাবারে অংশগ্রহন করেন। ✲ **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐসকল লোকদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেইদিন লঙ্গর **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ছিলো, ঘর হযরত জাবির (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর, সুতরাং এই ঘোষনা এবং দাওয়াত একেবারেই সঠিক ছিলো। যে জিনিষ ব্যবহার করাতে কমে যায় না তা মালিকের অনুমতি ছাড়াও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন কারো প্রদীপের আলোয় অধ্যয়ন করে নেয়া, কারো দেয়ালের ছায়া গ্রহন করা। আজ এই খাবার সেই আহারকারীদের ব্যবহারে কমবে না, তাই হযরত জাবির (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) এর অনুমতি ছাড়া **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবাইকে দাওয়াত দিয়ে দিলেন। ✲ হযরত জাবির (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) সকল লোকদের দাওয়াত দেয়া এবং তাঁদের মাঝে ঘোষণা করে দেয়াতে আশ্চার্য হয়ে গেলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর এই আশ্চার্য হওয়া অবলোকন করলেন এবং সান্তনা দেয়ার জন্য ইরশাদ করলেন: ঘাবড়িও না **আল্লাহ পাক** দয়া করবেন, যা আনবে তাই খাওয়াবো, তুমি শুধু এতটুকু করবে যে, আমার আসার পূর্বে পাতিল চুলা থেকে নামাবে না এবং আটা পাকানো শুরু করবে না, অতঃপর **খোদার কুদরতের** কারিশমা দেখো। ✲ এই ঘটনায় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু শরীফের অনেক বড় মুজিযা রয়েছে: মাংসের টুকরোয় আধিক্য ও বরকত, ঝোলে বরকত, ঝোলের লবন, মরিচ, মসলা এবং ঘিয়ে বরকত ও আধিক্য, আটায় বরকত ও আধিক্য, যে লাকরি দিয়ে এই খাবার পাকানো হলো তাতে বরকত, রুটি পাকানোর হাতে শক্তি ও সামর্থ, অন্যথায় এত বড় দলের দাওয়াতের জন্য কয়েক মণ মাংস, লাকরি, আটা, অনেক বাবুর্চি এবং অনেকগুলো চুলোর প্রয়োজন ছিলো, যেমনটি বর্তমানে বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায়। ✲ হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর লাঠি মাধ্যমে পাথরের মধ্য থেকে ১২টি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এখানে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু শরীফের মাধ্যমে পাতিলে মাংসের টুকরো এবং ঝোলের ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৭৭-১৭৯)**

✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা
✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! এবার মুজিযার সংজ্ঞা শুনে নিই।

মুজিযার সংজ্ঞা

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ মুজিযার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: ঐসকল কাজ যা সংগঠিত করা বরং তা বুঝতে সৃষ্টি অসহায়, তাকে **"মুজিযা"** বলে। শরীয়তের পরিভাষায় মুজিযা ঐসকল আশ্চার্যজনক স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ, যা নবুয়তের দাবীকারীর হাতে প্রকাশ পায়। নবুয়তের দাবী করা পূর্বে যা স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ নবীর হাতে প্রকাশ পায় তকে **"ইরহাস"** বলে। আউলিয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) এর হাতে যে সকল আশ্চার্যজনক বিষয় প্রকাশ পায়, তাকে **"কারামত"** বলে। সাধারণ মুমিনের হাতে যদি কখনো কোন আশ্চার্যজনক বিষয় প্রকাশ পায়, তাকে **"মাউনাত"** বলে। এবং অমুসলিমের হাতে যে সকল আশ্চার্য বিষয় প্রকাশ পায়, তাকে **"ইসতিদরাজ"** বলে। মুফতী সাহেব رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ আরো বলেন: অনেক নবীদের মুজিযা কাহিনী (Parables) হয়ে গেছে, আমাদের **নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক মজিযা কিয়ামত পর্যন্ত দেখা যাবে, অধিকহারে আলোচনা, কোরআনে মজীদের প্রেম, পাথর ও প্রাণীর শরীরে **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর লিখিত নাম পাওয়া ইত্যাদি এগুলো জীবন্ত মুজিযা। আউলিয়ায়ে কিরামের (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) কারামত **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জীবন্ত মুজিযা।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৬২)

মুজিযার সমষ্টি

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! মুজিযা নবীর নবুয়তের দলীল হয়ে থাকে, সুতরাং **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক নবীকে সেই যুগের অবস্থা এবং উম্মতের চিন্তা ভাবনার উপযুক্ততা অনুযায়ী মুজিযা দ্বারা ধন্য করেছেন। যেমন; হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নবুয়তের যুগে যেহেতু জাদুর মাধ্যমে কৃতিত্ব দেখানো সফলতার উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো, তাই **আল্লাহ পাক** তাঁকে **"ইয়াদি বাইদা"**

(আলোকিত ও উজ্জল হাত) এবং **"আছা"** (লাঠি) এর মুজিযা দান করেছিলেন, যার সাহায্যে তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام জাদুকরের জাদুর কৃতিত্বের উপর এমনভাবে প্রাধান্য লাভ করেন যে, সকল জাদুকর সিজদায় পরে গেলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করলো। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান (চিকিৎসার ইউনানী পদ্ধতি) খুবই উন্নতি লাভ করেছিলো এবং সেই যুগের ডাক্তাররা বড় বড় রোগের চিকিৎসা করে নিজেদের দক্ষতায় সকল মানুষকে নিজেদের কাবু করে নিয়েছিলো, তাই **আল্লাহ পাক** হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে জন্মান্ধ এবং কুষ্ট রোগে আক্রান্ত মানুষদের আরোগ্য দান করা এবং মৃতকে জীবিত করার মুজিযা দান করেন, যা দেখে তাঁর যুগের ডাক্তারদের হুঁশ উড়ে গেলো এবং তারা আশ্চার্য হয়ে গেলো, অবশেষে তারা তাঁর মুজিযাকে মানবিক উৎকর্ষতা থেকে অনেক উচ্চ মেনে নিয়ে তাঁর নবুয়তকে স্বীকার করে নিলো। মোটকথা প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের অবস্থা অনুযায়ী এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের স্বভাব অনুযায়ী কাউকে একটি, কাউকে দু'টি আর কাউকে এর চেয়েও বেশি মুজিযা দান করা হয়েছে। কিন্তু **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেহেতু সকল নবীদেরও নবী এবং তাঁর পবিত্র চরিত্র সকল আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র চরিত্রের সারমর্ম আর তাঁর শিক্ষা সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর শিক্ষার নির্যাস ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পৃথিবীতে একটি সর্বজন গৃহিত ধর্ম নিয়ে তাশরীফ আনেন এবং সমগ্র জগতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল সম্প্রদায় ও মিল্লাতের উদ্দেশ্যেই **তাঁর** পবিত্র দাওয়াত ছিলো, তাই **আল্লাহ পাক প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বাকে পূর্ববর্তী নবীদের সকল মুজিযার সমষ্টি বানিয়ে দিয়েছেন এবং **তাঁকে** বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য মুজিযা দ্বারা ধন্য করে দিয়েছেন।

(সীরাতে মুস্তফা, ৭১২-৭১৪ পৃষ্ঠা)

এছাড়াও এমন অসংখ্য মুজিযা দ্বারাও **আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ধন্য করেন, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশেষত্ব ছিলো। অর্থাৎ তা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ সকল উৎকর্ষতা ও মুজিযা, যা অন্য কোন নবী ও রাসূলকে দান করা হয়নি। (সীরাতে মুস্তফা, ৮২০ পৃষ্ঠা) সুতরাং **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বা হলো সেই স্বত্বা, যাতে সকল মুজিযা একত্র করে দিয়েছেন।

হে আশিকানে রাসূল! মনে রাখবেন! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** উম্মতের প্রতি দয়া ও ভালবাসা এমন একটি সমুদ্রের ন্যায়, যার গভীরতা এবং কিনারা আমাদের মধ্যে কেউ জানে না। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** উম্মতের প্রতি ভালবাসা ও দয়ার বর্ণনা কোরআনে করীমেরও বিদ্যমান রয়েছে, যেমনটি **১১**তম পারার সূরা তাওবার **১২৮** নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ওই **রাসূল**, যার নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

আসুন! উম্মতের প্রতি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগ্রহ ও দয়ার একটি ঈমানোদ্দীপক ঝলক পর্যবেক্ষণ করুন।

উম্মতের জন্য দোয়া

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে তিনটি চাহিদা দান করেছেন। আমি দুইবার (তো দুনিয়াতেই) আরয করে নিলাম: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِیْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِیْ" হে **আল্লাহ পাক**! আমার উম্মতের মাগফিরাত করুন, হে **আল্লাহ পাক**! আমার উম্মতের মাগফিরাত করুন। "وَاَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتّٰى اِبْرَاهِيْمُ" এবং তৃতীয় চাহিদাটি সেইদিনের জন্য রেখে দিয়েছি, যেদিন **আল্লাহ**র সৃষ্টি আমার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবে, এমনকি (**আল্লাহ পাকে**র নবী) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও আমার মুখাপেক্ষী হবে।

মনে রাখবেন! সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মর্যাদা, আর তিনিও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার দৃষ্টি কামনাকারী হবেন। (মুসলিম, কিতাবুস সালাতুল মুসাফিরিনা ওয়া কসরুহা, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯০৪)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হে গুনাহগার উম্মত! তোমরা কি নিজের **মালিক ও মওলা**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই নম্রতা ও দয়ার আধিক্য নিজেদের অবস্থার প্রতি দেখছো না যে, **আল্লাহ পাকের** দরবার থেকে তিনটি চাওয়া **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর অর্জিত হয়েছে যে, যা চান চেয়ে নিন, প্রদান করা হবে। **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মধ্যে চাওয়া নিজের পবিত্র স্বত্বার জন্য অবশিষ্ট রাখেননি, সবই তোমাদের কাজে ব্যয় করে দিলেন, দু'টি চাওয়া দুনিয়াতেই চেয়ে নিলেন, তাও তোমাদের জন্য, তৃতীয়টি আখিরাতের জন্য রেখে দিলেন, তা তোমাদের সেই মহান প্রয়োজনের জন্যই, যখন **দয়ালূ মওলা, রউফুর রহীম আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ছাড়া আর কেউ কাজে আসার থাকবে না। ঐ স্বত্বার শপথ **যিনি তাঁকে** দয়ালু করেছেন! কখনো কোন মা তার একমাত্র প্রিয় সন্তানের প্রতি কখনোই এত দয়ালূ নন, যতটুকু **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের একজন উম্মতের প্রতি দয়ালূ। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৫৮৩)**

✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা
✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা ✲ মারহাবা ইয়া মুস্তফা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের প্রতি কতটুকু ভালবাসা জ্ঞাপন করেন, আমাদের উচিৎ যে, আমরাও **তাঁকে** ভালবাসা, **তাঁর** সুন্নাতের প্রতি আমল করা এবং অন্যান্য মুসলমানকেও সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করা। দয়ালু **আল্লাহ** আমাদের সবাইকে সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সবার উচ্চ ও উত্তম আমাদের নবী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সকল আম্বিয়া عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সকল উৎকর্ষতা, সকল ভাল দিক, গুণাবলী এবং সকল মুজিযা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বায় বিদ্যমান। সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উপর **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলত কোরআনে পাকেও বর্ণনা করা হয়েছে।

৩য় পারা সূরা বাকারার ২৫৩নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তাঁরা রাসূল, আমি তাঁদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি। তাঁদের মধ্যে কারো সাথে **আল্লাহ** কথা বলেছেন এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছেন।

তাফসীরে সীরাতুল জিনান ১ম খন্ডের ৩৭৯ পৃষ্ঠায় এই আয়াতে করীমার আলো লিপিবদ্ধ রয়েছে: ✲ যার সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে যে, **'আমি তাঁকে** মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছি' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের **আক্বা ও মওলা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। ✲ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অশেষ মর্যাদা সকহারে সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর ফযীলত দান করেছেন। ✲ এই স্থানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম উল্লেখ না করাও তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণেই। এভাবে বলার উদ্দেশ্য হলো যে, যখনই আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর ফযীলতের উল্লেখ করা হয় তখন অন্য কারো প্রতি মনযোগ যেনো না যায় বরং শুধুমাত্র **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বাই যেনো মনে আসে। ✲ **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ বিশেষত্ব ও উৎকর্ষতা যা সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর প্রাধান্য ও উত্তম এবং এর মধ্যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কেউ অংশীদার নেই, তা অসংখ্য। কেননা কোরআনে করীমে এরূপ ইরশাদ হয়েছে যে, মর্যাদা উন্নীত করেছি এবং এই মর্যাদার কোন সীমা কোরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়নি, তাই এই মর্যাদা সীমা কেইবা লাগাতে পারে। ✲ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অর্জিত বিশেষত্ব সমূহের মধ্যে কিছু হলো যে, **তাঁর** রিসালত সর্বসাধারনের জন্য অর্থাৎ সমস্ত জগত **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমেই নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام চেয়ে বেশি মুজিযা দান করা হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে সকল উম্মতের মাঝে উত্তম করা হয়েছে। হাউজে কাওসার, মকামে মাহমুদ, শাফায়াতে কুবরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। শবে মেরাজে **আল্লাহ পাকের** বিশেষ নৈকট্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই অর্জিত। এছাড়াও অসংখ্য বিশেষত্ব **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে।

(মাদারিক, ২৫৩নং আয়াতের পাদটিকা, ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা। জমল, বাকারা, ২৫৩নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩১০। খাযিন, বাকারা, ২৫৩নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১৯৩-১৯৪। বায়যাভী, বাকারা, ২৫৩নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৫৪৯-৫৫০)(তাফসীরে সীরাতুল জীনান, ১/৩৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য মুজিযা, **আল্লাহ পাক** আপন দয়ায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন এমন মহান ক্ষমতা দান করেছেন, যার কোন অনুমানও করা যাবে না, যেমন; "**আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেন, "**আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করার ফলে ডুবন্ত সূর্য ফিরে এলো, "**আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাথরকে পানিতে সাতাঁর কাটালেন, "**আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে" থুথু মুবারক নিক্ষেপ করে লবণাক্ত কূপকে শিষ্ট করে দিলেন। "**আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলেন। "**আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে" গাছ ও পাথরের সাথে কথা বললেন, "**আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে" গাছ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলো, "**আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে" সামান্য দুধ সত্তরজন লোকের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো, "**আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে" সামান্য খাবার অনেক বড় দলের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো এবং "**আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে প্রাণীরাও মানুষের মত কথা বলতে লাগলো, মোটকথা! **আল্লাহ পাক হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসংখ্য ক্ষমতা দ্বারা ধন্য করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো "মাদানী দরস"

হে আশিকানে রাসূল! দয়ালূ আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চরিত্রের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি **তাঁর** সুন্নাত সমূহ এবং বাণী সমূহের প্রতি আমল করা প্রেরণা বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থেকে ১২টি মাদানী কাজে লিপ্ত হয়ে যান। মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো "**মাদানী দরস**", যা ইলমে দ্বীন শিখতে ও শিখাতে খুবই প্রভাবময় উপায়। **মাদানী দরস** দ্বারা উদ্দেশ্য

হচ্ছে যে, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিছু কিতাব ও রিসালা ছাড়া তাঁর অবশিষ্ট সকল কিতাব ও রিসালা বিশেষ করে **ফয়যানে সুন্নাত** ১ম খন্ড এবং **ফয়যানে সুন্নাত** ২য় খন্ডের অধ্যায় (১) **গীবত কে তাবাকারিয়া** এবং (২) **নেকীর দাওয়াত** থেকে মসজিদ, চৌক, বাজার, দোকান, অফিস এবং ঘর ইত্যাদিতে দরস দেয়াকে সাংগঠনিক পরিভাষায় **"মাদানী দরস"** বলা হয়। ✯ **মাদানী দরস** খুবই সুন্দর একটি মাদানী কাজ, এর বরকতে মসজিদে উপস্থিতির বারবার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে অনেক অধ্যয়ন করারও সুযোগ হয়। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ ও **"সালামে"**র সুন্নাত প্রসার হয়। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত কিতাব ও রিসালা থেকে ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ মূল্যবান মাদানী ফুল উম্মতে মুসলিমা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। ✯ **মাদানী দরস**, বেনামাযীদেরকে নামাযী বানাতে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ✯ **মাদানী দরস** এর বরকতে মসজিদের উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হওয়াদেরও নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর একটি উপকারী মাধ্যম। ✯ মসজিদ ছাড়াও চৌক, বাজার, দোকান ইত্যাদিতে যদি **"মাদানী দরস"** হয়, তবে এর বরকতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সেখানেও সুনাম হবে।

খারাপ সঙ্গ থেকে মুক্তি অর্জিত হলো

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের স্বভাবে খারাপ সহচর্যের কারণে এমন উৎশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো যে, ছোটদের প্রতি স্নেহের কোন অনুভূতি ছিলো না, না ছিলো বড়দের আদব ও সম্মানের কোন খেয়াল, কথায় কথায় ঝগড়া বিবাদ করা তার স্বভাবে পরিনত হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি তার খারাপ স্বভাবের কারণে পরিবারের সকলেই অতিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। একদিন **"ফয়যানে সুন্নাতের দরসে"** অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য নসীব হলো। এরপর সে দরসে নিয়মিত অংশগ্রহন করতে লাগলো, এভাবে **"মাদানী দরস"** এর বরকতে তার পূর্ববর্তী জীবনের গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং খারাপ সহচর্য থেকে পিছু ছাড়িয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধনভান্ডার বন্টনকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে রাসূল! আমরা **মুস্তফার মুজিযা** ও **মুস্তফার উৎকর্ষতা** সম্পর্কে শুনছিলাম। মনে রাখবেন! যত অধিকহারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বা থেকে মুজিযা প্রকাশ হয়েছে, অন্য কোন নবী থেকে এত বেশি মুজিযা প্রকাশ হয়নি। হাদীসে মুবারাকায় এরূপ ঘটনাবলী পাওয়া যায় যে, যখন **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টিতে সামান্য খাবার অনেক লোকের জন্য এবং কয়েক মাসের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। সেই ঘটনাবলী দ্বারা অনুমান করুন যে, **আল্লাহ পাক** আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কতটুকু ক্ষমতা দান করেছেন। যার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত উঠে যেতো বা যার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক ঠোঁট নড়ে যেতো, দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত তার নিয়তি হয়ে যেতো। আসুন! মুস্তফার ভালবাসা বৃদ্ধি করার জন্য আরো তিনটি মুজিযা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

১. হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কিছু খাবার চাইলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে অর্ধেক ওসক (অর্থাৎ প্রায় ১২০ কিলোগ্রাম) যব দিয়ে দিলেন, সেই লোক, তার স্ত্রী এবং তার মেহমানরা (অনেকদিন যাবৎ) সেই যবই খেতে থাকে, এমনকি একদিন সেই ব্যক্তি সেই যব ওজন করে নিলো। অতঃপর সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত খেদমতে উপস্থিত হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তুমি তা ওজন না করতে তবে তুমি সেই যব খেতে থাকতে এবং তা সর্বদা অবশিষ্ট থাকতো। **(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবু মুজিযাতিন নবী, ৯৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৯৪৬)**

২. প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা হলো, আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত খেদমতে কিছু খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই খেজুরে বরকতের দোয়া করে দিন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই খেজুরগুলো একত্র করে বরকতের দোয়া করে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: তুমি এগুলো তোমার থলেতে রেখে দাও এবং তুমি যখন চাও হাত ঢুকিয়ে তা থেকে বের করতে থাকো কিন্তু কখনো থলে একেবারে খালি করে দিও না। সুতরাং হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই

খেজুরগুলো থেকে নিজেও খেতেন, মানুষদেরও খাওয়াতেন এবং মণ মণ হিসেবে **আল্লাহর** পথেও দিতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সর্বদা এই থলেটি নিজের কোমড়ে বেঁধে রাখতেন, এক পর্যায়ে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর শাহাদতের দিন থলেটি তাঁর কোমড় থেকে কেটে কোথাও পরে যায়। (তিরমিযী, কিতাবুল মানকিব, বাবু মানাকিবি লি আবী হুরায়রা, ৫/৪৫৪, হাদীস নং-৩৮৬৫)

৩. হযরত বিবি উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর নিকট একটি ছাগল ছিলো। তিনি এর দুধ দ্বারা ঘি বানিয়ে একটি মশকে জমা করলেন, যখন মশক পূর্ণ হয়ে গেলো তখন বাঁদীকে দিয়ে সেই মশক **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন, যেনো তা দিয়ে রান্না করেন। **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তার মশক খালি করে ফিরিয়ে দাও। খালি মশক ঘরে পৌঁছলো এবং যখন বিবি উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا দেখলেন তখন আশ্চার্য হয়ে গেলেন যে, মশক যেমনি ছিলো তেমনি পূর্ণ রয়েছে এবং এতে ঘিও তাও রয়েছে, বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করলেন: সেই মশক কি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে নিয়ে যাওনি? সে বললো: আমি তেমনি করেছি, যেমন আপনি বলেছেন, চাইলে আপনি নিজে গিয়ে যাচাই করে নিন। হযরত বিবি উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: আমি আপনার খেদমতে ঘিয়ের মশক পাঠিয়েছিলাম, সেই স্বত্বার শপথ! যিনি আপনাকে হেদায়ত এবং সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, সেই মশক পূর্বের ন্যায় পূর্ণ রয়েছে এবং তা থেকে পূর্বের ন্যায় ঘি গড়িয়ে পরছে। তখন **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তুমি এই বিষয়ে আশ্চার্য হচ্ছো? **আল্লাহ পাক** তোমাকে খাইয়েছে, যেমনিভাবে তুমি **তাঁর নবী**কে খাইয়েছো, খাও এবং খাওয়াও। উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا বলেন: আমি ঘরে ফিরে এলাম এবং আমি এই ঘি বিভিন্ন পাত্রে ঢেলে রাখলাম এবং কিছু ঘি সেই মশকে রেখে দিলাম, যা দিয়ে আমি এক কি দুই মাস রান্না করেছি।

(মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবু আলামাতিন নববী, ৮/৫৪৩, হাদীস নং-১৪১২৬)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

টেলিথোনের প্রেরণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর পথে ব্যয় করাতে অসংখ্য ফযীলত ও বরকত রয়েছে।

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সময়ে সদকার অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন: সদকা **আল্লাহ পাকে**র রাগকে প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যুকে দূর করে। (তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, বাবু মাজাআ ফি ফযলিস সদকাতি, ২/১৪৬, হাদীস নং-৬৬৪) সদকা মন্দের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেয়। (ফিরদাউসুল আখবার, ২/৩৪, হাদীস নং-৩৬৫১) সদকা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে মিটিয়ে দেয়। (তিরমিযী, কিতাবুয যাকাত, ২/১১৮, হাদীস নং-৬১৪) মুসলমানের প্রদত্ত সদকা বয়সকে বৃদ্ধি করে এবং মন্দ মৃত্যুকে দূর করে। (ফিরদাউসুল আখবার, ২/২৬, হাদীস নং-৩৫৭৮) সদকা সত্তর ধরনের বালাকে (বিপদ) দূর করে, যার মধ্যে আসমানী বিপদ, শরীর পরিবর্তন হওয়া এবং সাদা দাগ।

(তারিখে বাগদাদ, ৮/২০৪, হাদীস নং-৪৩২৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান সময় এমন যে, যাতে ধন সম্পদ ব্যয় করা ছাড়া কোন কাজ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এমনকি দ্বীনের কাজ করা, দ্বীনের শিক্ষাকে প্রসার করা, জামেয়া ও মাদরাসা চালানো এবং ইলমে দ্বীনের উন্নতির জন্যও পদে পদে অধিকহারে পুঁজির প্রয়োজন হয়। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শেষ যুগে দ্বীনের কাজও দিরহাম ও দীনার দ্বারাই হবে।"

(আল মুজামুল কবীর, ২০/২৭৯, হাদীস নং-৬৬০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়া জুড়ে প্রায় ১০৮টি বিভাগের মাধ্যমে কোরআন ও সুন্নাতের বার্তাকে প্রচার ও প্রসার করছে, যাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়, এই বিভাগগুলোর মধ্যে জামেয়াতুল মদীনা এবং মাদরাসাতুল মদীনাও রয়েছে, যেখানে কোরআনে করীম এবং ইলমে দ্বীনের শিক্ষা ফ্রি প্রদান করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দুনিয়া জুড়ে তিন হাজারেরও অধিক মাদরাসাতুল মদীনায় প্রায় একলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারেরও অধিক শিশু কোরআনে শিক্ষা অর্জন করছে। আর এই পর্যন্ত প্রায় তিন লাখেরও বেশি শিশু মাদরাসাতুল মদীনা থেকে হিফয ও নাজারা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। দুনিয়া জুড়ে ছয়শত ছয়টি (৬০৬) জামেয়াতুল

মদীনায় পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীনি দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করছে, শুধুমাত্র এই দু'টি বিভাগের ব্যয় বাৎসরিক কোটি টাকার উপর।

اِنْ شَآءَ الله আগামী রবিবার ২৪ নভেম্বর ২০১৯ ইংরেজি ২৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে **টেলিথোন** (অর্থাৎ চাঁদা সংগ্রহ করার) একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে। দেশ বিদেশে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিচালিত **মাদরাসাতুল মদীনা এবং জামেয়াতুল মদীনা**র ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজের সদকা দ্বারা সহায়তা করুন। নিজের মৃত আত্মীয়দের ইসালে সাওয়াবের জন্য ইউনিট জমা করান। বেশি না হলেও পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে কমপক্ষে এক একটি করে ইউনিট তো অবশ্যই জমা করান এবং অপরকেও এর প্রেরণা দিন। ইউনিট জমা করানো কোন লক্ষ্য ঠিক করে এখণ থেকেই এর জন্য যোগাযোগ শুরু করে দিন। **আল্লাহ পাক** আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বসার কিছু সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** থেকে বসার কিছু সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। ✻ নিতম্ব জমীনে রাখুন, উভয় হাঁটু খাঁড়া করে দুহাত দ্বারা জরিয়ে ধরুন এবং এক হাত দিয়ে অপর হাতটি ধরে রাখুন, এভাবে বসা সুন্নাত। (কিন্তু উভয় হাঁটুর উপর কোন চাদর ইত্যাদি দিয়ে ডেকে রাখা উত্তম।) (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩৭৮) ✻ চারজানু হয়ে বসাও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে প্রমানিত। ✻ যেখানে কিছুটা রোদ এবং কিছুট ছায়া থাকে সেখানে বসা থেকে বিরত থাকুন। **নবী করীম, রউফুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ছায়ায় বসে, অতঃপর ছায়া সেখান থেকে সরে যায় আর সেটার কিছু অংশ রোদ ও কিছু অংশ ছায়া হয়ে যায়, তবে তার সেখান থেকে উঠে যাওয়া উচিৎ।" (আবু দাউদ, ৪/ ৩৪৪, হাদীস নং- ৪৮২১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)